Telepsychiatry
Research &
Innovation Network

অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি নিরাপদ কর্মক্ষেত্র বিকাশ

Developing a safer workplace for people with Autism

Telepsychiatry Research & Innovation Network

২০২১ সালে, জাতিসংঘ কর্মক্ষেত্রে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এবারের প্রতিপাদ্য "মহামারিত্তোর বিশ্বে ঝুঁকি প্রশমন, কর্মক্ষেত্রে সুযোগ হবে প্রসারণ" (ওহপষঁংরড়হ রহ ঃযব ডড়ৎশঢ়ষধপব: ঈযধষষবহমবং ধহফ ঙঢ়ঢ়ড়ৎঃঁহরঃরবং রহ ধ চড়ংঃ-চধহফবসরপ ডড়ৎষফ)। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাজের মুল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য সচেতনতা তৈরির কোন বিকল্প নেই।

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতিবন্ধকতাঃ

ঈড়ঢু ৎরমযঃ: ঞযব উধরষু ঝঃধৎ

- **সঠিক সময়ে অটিজম নির্নয় এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবঃ** যেসকল ব্যক্তিদের অটিজম আছে তাদের সঠিক সময়ে সঠিকভাবে নির্ণয় এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে গেলে, এক পর্যায়ে তাদের উপযোগী কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম প্রতিবন্ধকতা হল, বাংলাদেশে অটিজম এবং এর চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান-এর অভাব ও ভুল ধারণা। এর পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যমূলক ধারণা ও আচরণ। এসকল বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাবে অটিজম আছে এমন ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র পর্যন্ড় পৌছানোই সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- **কর্মক্ষেত্র প্রতিবন্ধকতার শিকার হওয়াঃ** এছাড়া যে সকল অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অটিজম নিয়েও এগিয়ে যায় এবং কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়, তাদেরকেও বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হয়। প্রথমত, কর্মকর্তাদের অটিজম সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, আমরা জানি অটিজম এর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন, সামাজিক যোগাযোগ এর অসুবিধা, একই কাজ বার বার করে করা বা কঠোরভাবে একই নিয়ম পালন করা, অন্যের মানসিকতা না বুঝতে পারা বা অন্যদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ না করতে পারা ইত্যাদি।

- এসকল বৈশিষ্ট্য একেকজনের একেক মাত্রায় থাকতে পারে। অন্য বেশিরভাগ মানুষের তুলনায় অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের চিন্ড্র প্রক্রিয়া, চাপ সামলানোর ক্ষমতা, কাজ করার ধরণ ইত্যাদি অবশ্যই ভিন্ন হবে। এই ভিন্নতা সম্পর্কে যদি কর্মকর্তাগণ অবগত না হয় বা ভিন্নতা মেনে নেওয়ার মানসিকতা যদি না থাকে তাহলে, একজন অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি অবাস্ড্র প্রত্যাশা তৈরী হবে এবং সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলে তাদের প্রতি কর্মকর্তাদের আচরণও প্রতিকূল হতে পারে এবং এই প্রতিকূলতা অটিজম এর ব্যক্তিদের উপর আরও মানসিক চাপ তৈরি করতে পারে।

- **অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাজের ভিন্নতা কে না মেনে নেয়াঃ** অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাঝে ব্যক্তিভেদে বেশ কিছু গুনাগুণ থেকে থাকে যেগুলো অনেক সময়ই ভুল ধারণার কারণে সঠিকভাবে মুল্যায়িত হয় না। বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের শিকার হওয়া, নেতিবাচক আচরণের শিকার হওয়া এবং ভুল বোঝাবোঝির সম্মুখীন হওয়ার ফলেও অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক চাপ তৈরী হতে পারে এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ কর্মক্ষেত্রে যেকোনো ব্যক্তিদের উৎপাদনশীলতায় প্রভাব ফেলে থাকে। অটিজমের ব্যক্তিদের সময় ব্যবস্থাপনা এবং কাজের প্রাধান্য বুঝে লক্ষ্য নির্ধারণ করে পৌছানোর গতিও ভিন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাদের কাজের ফলাফল দৃশ্যমান মনে নাও হতে পারে বা বেশি লাগতে পারে।

- **বাস্ড্র সম্মত প্রত্যাশার অভাবঃ** এসকল ভিন্নতা যদি কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা বা কর্তৃপক্ষ না বুঝতে পারে এবং অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে অন্যদের মত সমান প্রত্যাশা করতে থাকে, তাহলে এ পরিস্থিতি অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য প্রতিকূল হয়ে ওঠে। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল অন্যান্য বেশিরভাগ মানুষদের মত একইভাবে সামাজিক যোগাযোগ করতে না পারা। এর ফলে তাদের কে বিভিন্ন ধরণের বৈষম্যের শিকার হতে হয়, ব্যাঙ্গ বা বিদ্রূপ এর শিকার হতে হয়।

- **চাপের পরিবেশে মানিয়ে নেয়ার বাধাঃ** সার্বিকভাবে, কর্মক্ষেত্রে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের তাদের ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন চাপের সম্মুখীন হতে হয় এবং এই চাপ মোকাবিলা করতে কর্মক্ষেত্রে তাদের অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। বর্তমান বৈশ্বিক মহামারী তে প্রায় সকলের জন্যেই কর্মক্ষেত্রে বড় ধরণের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যদিও এরকম ধারণা করা হয়েছিল যে দক্ষ অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনলাইনে কাজ করা সুবিধাজনক হবে যেহেতু তারা সামাজিক যোগাযোগ ও মিথষ্ক্রিয়া থেকে বিরত থাকতে পারছেন। তবুও এর পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক চাপ এবং কোভিড-১৯ এ আক্রান্ড়হওয়ার ঝুকি ইত্যাদি চাপ সংযুক্ত হওয়ার ফলে অটিজমের ব্যক্তিদের কর্মোৎপাদনশীলতায় প্রভাব পরতে পারে।

Telepsychiatry
Research &
Innovation Network

কর্মক্ষেত্রে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আমাদের করনীয়ঃ

অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিদের কিছু খুব মূল্যবান দক্ষতা থাকে যা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনেকেই বিশদ সম্পর্কে খুব ভাল মনোযোগ দিতে পারে, বা রুটিন এবং সময়সূচীর সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে। তাদের কাজের ক্ষেত্রে তারা খুব সময়নিষ্ঠ এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিদের প্রত্যেকের মাঝেই আলাদা আলাদা দক্ষতা থাকে এবং সবারই কোন না কোন বিষয়ে দক্ষতা থাকে । তাদেরকে তাদের দক্ষতা অনুজায়ি কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে আমাদেরও অনেক ভুমিকা রয়েছে।

নিয়োগ প্রক্রিয়া সহজতর করাঃ নিয়োগ প্রক্রিয়াগুলি অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিদের জন্য বাধা তৈরি করে। এক্ষেত্রে অনেক ছোটখাট সমন্বয় করা হলে তা একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের প্রসেস সাহায্য করবে, অন্যদিকে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রার্থীদের কাজের জন্য আবেদন করতে, এবং সম্ভাব্য কর্মী হিসেবে দক্ষতা প্রদর্শন করতে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে। এইসব সমন্বয়গুলি অন্যান্য প্রার্থীদের উপকৃত হতে এবং সামগ্রিক প্রক্রিয়াগুলির দক্ষতা উন্নত করতে পারেন।

কর্মক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিঃ কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অটিজম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান। যেহেতু বিভিন্ন ধরণের বৈষম্য বা নেতিবাচক আচরণের সম্মুক্ষীন হওয়ার ফলে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক চাপ তৈরী হতে পাওে যা কর্মক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনশীলতা ও মানিয়ে নেয়াতে প্রভাব ফেলতে পারে, তাই কর্মক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অটিজম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান প্রদান এসব অসুবিধা কমিয়ে অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সহায়ক পরিবেশ তৈরিঃ অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিদের জন্য কর্মক্ষেত্রটি উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রের বাধা গুলো নিরসন করা জরুরি। এর মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য উপযোগী বসার জায়গা, তাদেও সহজেই চলাচলের বাবস্থা ইত্যাদি। তাদের প্রতি বাস্ড়ব প্রত্যাশা রাখা, পরিষ্কার নির্দেশনা দেওয়া, সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে নমনীয় থাকা এবং তাওে সাথে ক্ষেত্রে সৌহার্দপুর্ন আচরণ করা কর্মক্ষেত্রের তাদেও উপযোগী পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে।

যাতায়াত এর সুব্যবস্থাঃ অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিদের জন্য কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত এর জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের বাবস্থা করা। এসব যানবাহন নিরাপদ ও প্রতিবন্ধী বান্ধব হওয়া প্রয়োজন। যেসব ক্ষেত্রে যাতায়াতে সহায়তার প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রে জনবল নিয়োগ।

ঝুঁকি নিরসনঃ কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকি থাকতে পারে। অটিজম বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিদের জন্য তাদেও সহায়ক কর্ম পরিবেশ তৈরির পদক্ষেপ হিসেবে তাদেও কে যেসব কাজে সরাসরি ঝুঁকি রয়েছে সেসব কাজে নিয়োগ না করা।

প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানঃ অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেন নিজেরা কিছু কৌশল শিখতে ও অনুশীলন করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা। যেমনঃ কাজের প্রাধান্য অনুযায়ী র"টিন করে কাজ করা; ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে কাজ সম্পন্ন করা ও অতিরিক্ত চাপ এড়িয়ে চলা; প্রয়োজনে যোগাযোগ এর ভিন্ন মাধ্যম, যেমন, লিখিতভাবে যোগাযোগ, ছবি বা চিহ্ন ব্যবহার করা; তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ প্রদান করা।

অধিকার নিশ্চিত করনঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেন তাদেও জন্য নির্ধারিত অধিকার, যেমন- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে কোটা সুবিধা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য প্রতিটা ক্ষেত্রে অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো দরকার।

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণঃ পরিষ্কার এবং কাঠামোগত প্রশিক্ষণ সবসময়ই উপকারি। অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিরা যেন তাদেও দক্ষতাকে আরও সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পাওে তাই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এর বাবস্থা করা দরকার। এটি কোনও ম্যানেজার, সহকর্মী বা কোনও পরামর্শদাতার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিকভাবে দেয়া যেতে পারে অথবা প্রয়োজনে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের রূপ নিতে পারে।

অটিজম সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং মানুষের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রাখা থেকে শুর" করে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু অনুশীলন নিয়মিত চর্চা করার মাধ্যমে একজন অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি তার উপযোগী কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে ভালোভাবে কর্মক্ষম থাকতে সক্ষম হতে পারেন। সেক্ষেত্রে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে যেমন, জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ব্যপকভাবে প্রচারণা চালানো, কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

Telepsychiatry
Research &
Innovation Network

অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

- আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এমনকি অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি ও তাদের পরিচর্চাকারীগণ আইন দ্বারা স্বীকৃত তাদের অধিকার সম্পর্কে অবহিত নয়। এ অবস্থার কারনে তারা কর্মক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত তথ্য আরও বেশী বেশী করে প্রকাশ করা জর"রি।

- অনেক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অটিজম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগ ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সংক্রান্ড় দেশে বিদ্যমান আইন নীতিমালা ও আন্ড়র্জ্জাতিক নীতিমালা ও গাইড লাইন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ভাবে অবগত নন এবং অনেকের মাঝে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আছে । যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন জর"রি।

- আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এমনকি অটিজম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকার ও সুবিচার পাওয়া সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে তারা বেশি মাত্রায় নির্যাতন, নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হয়। দেখা যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবার আদালতে না গিয়ে সালিশ সমঝোতার মাধ্যমে আপোষ করে থাকে। আমাদের বিচার ব্যবস্থা প্রতিবন্ধী বান্ধব না হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা কিনা তাদের সামাজিক অবস্থান উন্নয়নে অন্যতম বাধা।

- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সরকার প্রতিবছর অটিজম সহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দ ভাতা বৃদ্ধি করলেও অনেক পরিবার সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ভয়ে তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের লুকিয়ে রাখেন। যার কারণে তাদের কাছে সরকারের এই সুযোগ পৌছায় না এবং তাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয় না ।

আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী মানুষের যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নেয়ার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে প্রতিবন্ধী মানুষ আয়বর্ধক কোনো কাজ বা ব্যবসার সাথে যুক্ত হতে চাইলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা দিতে চায় না এবং অর্থের অভাবে তারা কিছুই করতে পারে না। যার কারণে তারা স্বনির্ভরশীল হতে পারে না।